শ্রীশুকমুনি শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন—হে শৌনক। যিনি নিজ-সুখানুভবে পূর্ণমানস অর্থাৎ আত্মারাম ছিলেন এবং সেই স্বরূপানন্দ-অনুভবজনিত আস্বাদনে বিষয়ান্তরে বাসনাশূন্য অর্থাৎ পূর্ণকাম ছিলেন, তিনি এইপ্রকার আত্মারাম আপ্তকাম হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলামাধুর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় নিখিল জীবের প্রতি করুণার বশবর্ত্তী হইয়া নিখিল সাধ্য-সাধন সম্বন্ধ তত্ত্বের উজ্জ্বল প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন। সেই নিখিল বহির্মুখতাদোষহারী ব্যাসনন্দনকে প্রণাম করি। এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী যে নির্দ্ধূতকষায় উত্তমভাগবত ছিলেন, তাহাই দেখান হইল।

হন্তাস্মিন্ জন্মনি ভবান্ মা মাং দ্রষ্টুমিহার্হতি।
অবিপক্ককষায়াণাং দুর্দ্দর্শোহহং কুযোগিনাম্॥ ১৬

দাসীপুত্র শ্রীনারদ একবার শ্রীভগবৎদর্শন লাভ করিয়া নিজ অপক্কতা-দোষে হারাইয়া পুনরায় দর্শনলালসায় যখন বিশেষ বিলাপ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে আকাশবাণীতে বলিয়াছিলেন—হে নারদ! বড়ই খেদের কথা—এই জন্মে তুমি আর আমায় দেখিতে পাইবে না। যেহেতু যাহাদের ভোগ-বাসনা পক্কতা লাভ করে নাই, সেই সকল কুযোগীগণের পক্ষে আমি সুদুর্দ্দর্শ। এস্থানে বুঝিতে হইবে—শ্রীনারদের অন্য কোন ভোগ-বাসনাই হৃদয়ে ছিল না, কিন্তু তৃণচর পশুগণের সহিত বনে বাস বড় সুখ ও শান্তিপ্রদ—এই সাত্ত্বিক ভোগ-লালসা হৃদয়ে ছিল বলিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে অবিপক্ককষায় কুযোগী বলিয়াছিলেন। এই প্রমাণে উত্তম ভাগবতের মধ্যে "মূচ্ছিতকষায়" ভাগবতের লক্ষণ দেখান হইল। এই তিনপ্রকার ভক্তিসিদ্ধ ভাগবতের মধ্যে যে কোন প্রকার ভাগবতের সঙ্গ হউক্ না কেন, তাহাতেই বহির্মুখ জীবের ভগবদুন্মুখতা সম্পাদনে সামর্থ্য আছে। শ্রীপাদ নারদের পূর্ব্বজন্মে যদ্যপি সাত্ত্বিককষায় ছিল, তথাপি তাঁহার ভগবানে প্রেমও হইয়াছে; তথাপি শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারে যে ভক্ত যে পরিমাণে শ্রীভগবানের প্রিয়তা, ধর্ম্ম প্রভৃতি অনুভব করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তাহার সাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। নিরুপাধিপ্রীত্যাস্পদস্বভাব শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্ম অনুভব বিনা কিন্তু ভগবৎসাক্ষাৎকারও অসাক্ষাৎকার মধ্যে পরিগণিত। দুষ্ট জিহ্বায় যেমন মিছরির আস্বাদন অনাস্বাদনের মধ্যেই পরিগণিত হয়। যেহেতু যেটি যাহার অসাধারণ ধর্ম্ম, সেইটি অনুভব করিতে না পারিলে সেই বস্তুর অনুভব হয় না—ইহা স্বভাবসিদ্ধ। মিছরির মধুরতাই ধর্ম্ম, সেইটি অনুভব বিনা মিছরির আস্বাদন কিরূপে হইতে পারে? তেমনি